২০-০৯-১৬ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা তোমাদের ভাগ্য ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য বানাচ্ছ, তোমাদের এই রাজযোগ হলই নতুন দুনিয়ার জন্য ।"

প্রশ্ন :- ভাগ্যবান বাচ্চাদের প্রধান চিহ্ন গুলি কি হবে ?

উত্তর :- ১) ভাগ্যবান বাচ্চারা নিয়ম করে বাবার শ্রীমতে চলবে । কোনো নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করে নিজেকে বা বাবাকে ঠকাবে না । ২) তাদের এই ঈশ্বরীয় পাঠের প্রতি সম্পূর্ণ নেশা থাকবে । অন্যকে বোঝানোরও শখ থাকবে । ৩) সসম্মানে বৃত্তি(Scholarship) নিয়ে পাশ(Pass with honours) করার জন্য পুরুষার্থ করবে । 8) কখনোই তারা কাউকে দুঃখ দেবে না । কখনো কোনো উল্টো কাজ করবে না ।

গীত :- তকদির জগাকর আই হু... (আমার ভাগ্যকে উজ্জ্বল করে এসেছি .....)

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা এই গান শুনেছে । নতুনরাও যেমন শুনেছে, তেমনই পুরানোরাও শুনেছে, কুমারীরাও শুনেছে । এ হল পাঠশালা । এই পাঠশালাতে কেউ না কেউ ভাগ্য বানাতে আসে । লৌকিক দুনিয়ায় নানান ধরনের ভাগ্য হয় যেমন কেউ সার্জন আবার কেউ ব্যরিস্টার হওয়ার ভাগ্য বানাতে আসে । ভাগ্যকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলা হয় । ভাগ্যই যদি না বানাও তাহলে পাঠশালাতে গিয়ে তোমরা পড়বে কেন ? এখন এখানেও বাচ্চারা জানে যে আমরা ভাগ্য বানাতে এখানে এসেছি .....অর্থাৎ নতুন দুনিয়ার জন্য রাজ্য ভাগ্য নিতে এখানে এসেছি । এই রাজযোগ হল নতুন দুনিয়ার জন্য । মানুষ পুরানো দুনিয়ায় ব্যরিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, সার্জন ইত্যাদি হয় । এইসব হতে হতে এই পুরানো দুনিয়ার সময় খুবই অল্প রয়েছে, এ সবই শেষ হয়ে যাবে । লৌকিক দুনিয়ার ভাগ্য হল এই মৃত্যুলোকের জন্য অর্থাত্ এক জন্মের জন্য । আর তোমাদের পড়া হল নতুন দুনিয়ার জন্য । তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্যই তোমাদের ভাগ্য বানিয়ে এসেছো । নতুন দুনিয়ায় তোমরা রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী হবে । তোমাদের কে পড়ায় ? বেহদের শিববাবা , যাঁর থেকে তোমাদের এই বর্সা বা সম্পত্তি নিতে হবে । যেমন ডাক্তাররা তাদের এই ডাক্তারির উত্তরাধিকার পান তাদের পড়ার দ্বারা । আবার মানুষ যখন বুড়ো হয় তখন গুরুর কাছে যায় । গুরুর কাছে তারা কি চায় ? তারা বলে যে তাদের শান্তিধামে যাওয়ার শিক্ষা যেন গুরু দেন আর তাদের সদ্গতিও যেন গুরু করেন । এখান থেকে তোমরা শান্তিধামেই যাবে । এই জন্মেও তোমরা বাবার থেকে বর্সা পাও । বাকি গুরুর থেকে তো কিছুই পাওয়া যায় না । শিক্ষকের থেকে তোমরা কিছু কিছু উত্তরাধিকার পাও, কারণ জীবন ধারণের তো প্রয়োজন আছে তাই না ? বাবার সম্পত্তি থাকা সত্বেও তারা পড়ে অর্থ উপার্জনের জন্য । গুরুর থেকে কিন্তু কোনো উপার্জন হয় না । হ্যাঁ , কেউ কেউ খুব ভালোভাবে গীতা পড়ে সুন্দর করে তার ভাষণ দিতে পারে । তবে এ সবই হল অল্পকালের সুখ । এখন তো এই মৃত্যুলোকের অন্তিম সময় উপস্থিত হয়েছে । তোমরা জানো যে তোমরা এই নতুন দুনিয়ার ভাগ্য বানাতে এসেছো । এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । বাবার বা তোমাদের নিজের সমস্ত সম্পত্তি ভস্ম হয়ে যাবে । খালি হাতেই সবাই যাবে । তাই এখন নতুন দুনিয়ার জন্য তোমাদের উপার্জন করার প্রয়োজন । পুরোনো দুনিয়ার মানুষ তো এই উপার্জন করতে পারবে না । নতুন দুনিয়ার জন্য তোমাদের এই কামাই শিববাবাই করান । এখানে তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য তোমাদের ভাগ্য

বানাতে এসেছো । এই শিববাবাই হলেন একাধারে তোমাদের বাবা , শিক্ষক এবং গুরুও । আর তিনি আসেন এই সঙ্গমযুগে, ভবিষ্যতের জন্য কামাই করাবার পথ দেখাবার জন্য । এখন এই পুরোনো দুনিয়ার খুব সামান্য দিন পরে আছে । এই দুনিয়ার মানুষ তা জানে না । তোমরা বাচ্চারা জানো নতুন দুনিয়ার জন্য শিববাবাই হলেন তোমাদের একাধারে বাবা , শিক্ষক এবং সদ্গুরু । বাবা আসেন, শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যাবার জন্য । কোনো ভাগ্য বানান না , মানুষ কিছুই বোঝে না । একই ঘরে কখনো স্ত্রী পড়ে অথচ পুরুষ পড়ে না, কখনো আবার বাচ্চারা পড়ে অথচ মা - বাবা পড়ে না। এমন হতেই থাকে । শুরুতে পরিবারের পর পরিবার এখানে এসেছিল । তারপর মায়ার ঝড় লাগতেই-- অবাক হয়ে শুনত, অন্যদেরকেও শোনাতো কিন্তু পরে বাবাকে ছেড়ে চলেও গেল । এমন গানও আছে আশ্চর্য হয়ে শুনলো, অন্যদেরকেও শোনাল, বাবারও হল, পড়াও করল.....কিন্তু হায় প্রকৃতি, হায় ড্রামা । এসবই হল বিশ্ব নাটকের কথা । বাবা নিজেই বলেন অহো ড্রামা, অহো মায়া । হায় রে! কাকে তালাক দিয়ে দিল ! স্ত্রী - পুরুষ যেমন একে অপরকে ডিভোর্স দিয়ে দেয় । বাচ্চারাও অনেক সময় বাবাকে ছেড়ে চলে যায় । কিন্তু এখানে এমন হয় না । এখানে তো ডিভোর্স দেওয়া হয় না । বাবা এসেছেন বাচ্চাদের সত্যিকারের কামাই করাতে । বাবা কেন কাউকে খাদে ফেলে দেবেন । বাবা হলেন পতিত - পাবন, উদারহৃদয় । বাবা এসে সকলকে দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন এবং পথপ্রদর্শক হয়ে সাথে নিয়ে যান । লৌকিক গুরু কিন্তু এমন বলবেন না যে তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাবো । শাস্ত্রতে এই আছে ভগবানউবাচঃ - আমি তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাবো । একঝাঁক মশার মতো সকলকে যেতে হবে । তোমরা বাচ্চারা খুব ভালোভাবে জানো যে এখন তোমাদের সবাইকে ঘরে যেতে হবে । এই শরীরও ত্যাগ করতে হবে । তোমরা যখন এখন মৃতবত্ তখন দুনিয়াও তোমাদের কাছে মৃত । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এই পুরোনো শরীর হলো ছিঃ ছিঃ শরীর । এই দুনিয়াও হলো পুরানো । যেমন পুরানো ঘরে থাকাকালীন নতুন ঘর তৈরী হলে বাবাও যেমন ভাবেন এই ঘর আমার জন্য আবার বাচ্চারাও ভাবে এই ঘর আমাদের জন্য বানানো হচ্ছে । বুদ্ধি তখন নতুন ঘরের দিকেই যেতে থাকে । মানুষ ভাবতে থাকে নতুন ঘরে এই বানাও , এই তৈরী করো । বুদ্ধি নতুন ঘরের প্রতিই থাকে তারপর পুরোনো ঘর ভেঙ্গে দেওয়া হয় । পুরোনো ঘরের থেকে মমত্ব চলে যায় আর নতুন ঘরের প্রতি মমত্ব বাড়তে থাকে । আর এ হলো বেহদ দুনিয়ার কথা । এখানেও পুরোনো দুনিয়া থেকে মমত্ব মিটিয়ে নতুন দুনিয়ার প্রতি মমত্ব তৈরী করতে হবে । তোমরা সবাই জানো যে এই পুরোনো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । নতুন দুনিয়া হলো স্বর্গ । সেখানে তোমরা রাজার পদ পাও । যত তোমরা যোগে থাকতে পারবে, যত এই জ্ঞানের ধারণা করতে পারবে , যত অন্যদের বোঝাতে পারবে তত খুশীর পারা চড়তে থাকবে । এ হল বড় ভারী পরীক্ষা । এই পরীক্ষায় তোমরা ২১ জন্মের জন্য বর্সা বা সম্পত্তি পাচ্ছ । বিত্তশালী হওয়া তো খুব ভালো তাই না ? দীর্ঘ আয়ু পাওয়া, সেটাও তো খুব ভালো কথা । সৃষ্টিচক্রকে যতবার স্মরণ করবে, যত মানুষকে নিজের মত বানাবে ততই তোমাদের লাভ । রাজা হতে গেলে প্রজাও তোমাদের তৈরী করতে হবে । প্রদর্শনীতে এতো মানুষ আসতে থাকে তারা সব প্রজাতে চলে আসবে কারণ এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের কখনো বিনাশ হয় না । তোমাদের বুদ্ধিতে আসবে যে ....পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে । এখন রাম রাজ্যের স্থাপনা হচ্ছে তাই এই রাবণ রাজ্যের বিনাশ হয়ে যাবে । সত্যযুগে তো কেবলমাত্র দেবতারাই থাকবে ।

বাবা বুঝিয়েছেন যে ....তোমরা যে লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র বানাও, সেখানে লেখা উচিত যে আগের জন্মে তমোপ্রধান দুনিয়াতে ছিল, তারপর পুরুষার্থ করে সতোপ্রধান এই বিশ্বের মালিক হবে । সেখানে

মালিক , রাজা, প্রজা সকলেই থাকে । প্রজারাও বলবে আমাদের ভারত সবার থেকে উঁচু । বরাবর ভারতই ধর্ম এবং জ্ঞানে সবার থেকে উঁচু ছিলো । এখন আর নেই কিন্তু একসময় ছিলো । এখন তো পুরোপুরি গরীব হয়ে গেছে । প্রাচীন ভারত সকলের থেকে বিত্তশালী ছিল । তোমরা ভারতবাসীরা সব থেকে উঁচু দেবতা কুলের ছিলে । অন্য কোনো দেশের মানুষকে দেবী দেবতা বলা হয় না । এখন তোমরা বাচ্চারা যেমন পড়ছ তেমনি অন্যকেও তোমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে । বাবা তোমাদের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন । কেমনভাবে প্রদর্শনীর মাধ্যমে তার দিয়ে সবাইকে লিখে জানানো হবে, তাও লেখো । তোমাদের কাছে ছবিও আছে যা দিয়ে তোমরা যুক্তি প্রমাণ সহ বোঝাতে পারো যে এঁরা এই পদ কিভাবে পেয়েছে । আবার নতুন করে এই পদ তারা শিববাবার থেকে পাচ্ছে । তাঁর চিত্রও আছে । শিব হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকরেরও ছবি আছে । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা এই স্থাপনা করছেন । সামনেই বিষ্ণুপুরী আসছে । বিষ্ণুর দ্বারা নতুন দুনিয়ার পালনার কাজ হবে । বিষ্ণু হলো রাধাকৃষ্ণেরই দুই রূপ । তাহলে এখন গীতার ভগবান কে হলেন ? প্রথমে তো এই কথা লেখো যে গীতার ভগবান নিরাকার শিব, কখনোই কৃষ্ণ নন । ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু, আর বিষ্ণুর থেকে ব্রহ্মা কি করে হয় । একটা ছবির উপর বোঝাতেই কত সময় লাগে । যতক্ষণ না বুদ্ধিতে এই কথা ভালোভাবে বসে যায় । সবার প্রথমে এই বিষয় খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে হবো তারপর লিখেও তা বলতে হবে । বাবা বলেন যে ব্রহ্মার দ্বারা যোগবলের মাধ্যমে তোমরা ২১ জন্মের জন্য এই রাজ্যভাগ্যের অধিকার পাও । শিববাবাই ব্রহ্মার দ্বারা এই বর্সা দিয়ে থাকেন । প্রথমে আত্মারাই এই কথা শোনে এবং আত্মারাই তা ধারণ করে । মূল বিষয়ই হলো এই জ্ঞান আর যোগ । ছবিতে শিবকে দেখানো হয় । ইনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব, তাহলে প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো অবশ্যই চাই । এখানে প্রজাপিতা ব্রহ্মার ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী সন্তানরা অনেকেই আছেন । যতক্ষন ব্রহ্মার সন্তান না হবে বা ব্রাহ্মণ না হতে পারবে ততক্ষণ শিববাবার থেকে কেমন করে বর্সা নেবে । মাতৃগর্ভ থেকে তো এই জন্ম হয় না । তাই এই গায়নও আছে যে মুখ বংশাবলী । তোমরা বলবে যে তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মামুখ বংশাবলী । আর দুনিয়ার মানুষ গুরুর নির্দেশে চলে বা গুরুর অনুসরণকারী হয় । এখানে তোমরা একজনকেই বাবা, শিক্ষক এবং সদ্গুরু বলে জানো । তাঁকেই তোমরা বলো যে শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, অর্থাত্ জ্ঞানে পরিপূর্ণ । তিনিই এই সৃষ্টির আদি মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান দেন । তিনি হলেন শিক্ষক । নিরাকার বাবা এসেই সাকার বাবার মাধ্যমে এই জ্ঞানের কথা শোনান । আত্মাই সমস্ত কথা বলে । আত্মাই বলে আমার শরীরকে কষ্ট দিও না । আত্মাই দুঃখী হয় । এই সময় সকলেই হলো পতিত আত্মা । এই পতিত আত্মাদের পবিত্র বানান পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা । আত্মাই বাবাকে ডাকতে থাকে, হে পতিত - পাবন, হে গড ফাদার । এখন সবাইকে বোঝানো হয় আত্মার বাবা , যিনি নিরাকার তিনি বড় নাকি যিনি সাকার বাবা তিনি বড়া সাকার তো নিরাকারকেই স্মরণ করে । এখন সবাইকেই এই কথা বোঝানো হয় কারণ সামনেই বিনাশ দাঁড়িয়ে আছে । পারলৌকিক বাবা একদম শেষ সময়ে আসেন, সবাইকে আবার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । বাকি যা কিছু আছে সবকিছুর বিনাশ হয়ে যাবে, তাই এই দুনিয়াকে মৃত্যুলোক বলা হয়া এখানে কেউ মারা গেলে বলা হয় অমুকে পরলোকগমন করেছেন, বা শান্তিধামে গেছেন । মানুষ এই কথা জানে না যে পরলোক কাকে বলা হয়, সত্যযুগকে নাকি শান্তিধামকে ? সত্যযুগতো এখানেই হবে । পরলোক শান্তিধামকে বলা হয় । এগুলো বোঝানোর জন্য কোনো বিশেষ যুক্তি চাই । মন্দিরে গিয়েও এগুলো তোমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে । এ হল শিববাবাকে স্মরণ করা যা শিববাবা তোমাদের পড়িয়ে বোঝাচ্ছেন । এই শিব হল বাস্তবে বিন্দু । কিন্তু বিন্দুর পুজো করা কিভাবে সম্ভব ? ফল, ফুল ইত্যাদি তাঁকে কিভাবে দেওয়া সম্ভব । তাই বড় রূপ বানানো হয়েছে । এতো বড় রূপ কখনোই হয়

না । এই গায়নও আছে যে ভ্রুকুটির মধ্যে চমকানো আজব তারা .....বড় জিনিস হলে তো বিজ্ঞানীরা খুব সহজেই ধরে ফেলবে । বাবা বোঝান যে তারা পরমপিতা পরমাত্মার সম্পূর্ণ পরিচয় পায় নি । যতক্ষণ না ভাগ্যের তালা খোলে, এখনও তাদের ভাগ্যের সেই তালা খোলে নি । যতক্ষণ বাবাকে সঠিকভাবে জানতে না পারবে, ততক্ষণ বুঝতে পারবে না আমাদের আত্মাও বিন্দুর সমান । শিববাবাও বিন্দু, আমরা সেই বিন্দু শিববাবাকেই স্মরণ করি । এমনভাবে বুঝে বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । বাকি একে দেখলাম বা ওকে দেখলাম .....একে মায়ার বিঘ্ন বলা হয় । এখন তো তোমাদের খুশীর সময় যে তোমরা পরমাত্মাকে পেয়েছো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সঠিক জ্ঞানও চাই । কারোর কারোর কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয় তখন তারা খুশী হয়ে যায় । বাবা বলেন যে ....কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হলে মানুষ খুশীতে নাচ ইত্যাদি করতে থাকে কিন্তু তাতে কোনো সদ্গতি হয় না । এই সাক্ষাৎকার অনায়াসেই হয়ে যায় । যদি তোমরা ভালোভাবে পড়া না করো তাহলে প্রজাতে চলে যাবে । অল্প জ্ঞানের কথাও যদি শোনো তাহলেও কৃষ্ণপুরীতে সাধারণ প্রজা হয়ে জন্মাবে । এখন তোমরা জানো যে শিববাবা তোমাদের এই জ্ঞানের কথা শোনাচ্ছেন । তিনি হলেনই জ্ঞানে পরিপূর্ণ (Knowledge full) ।

বাবার নির্দেশ হল পবিত্র অবশ্যই হতে হবে । কিন্তু কেউই পবিত্র থাকতে পারে না । কোনো কোনো সময় পতিত মানুষও লুকিয়ে এখানে চলে আসে । তারা নিজেদেরই ক্ষতি করে ফেলে । তারা নিজেদেরও ঠকায় । বাবাকে ঠকানোর কোনো কথাই নেই । শিববাবাকে ঠকিয়ে কি কোনো পয়সা রোজগার করা যাবে ? শিববাবার শ্রীমতের নিয়ম অনুসারে না চললে কি হাল হবে ? অনেক সাজা খেতে হবে, দ্বিতীয়ত পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে নিজের লাভ ছাড়া কোনো কাজই তোমাদের করা উচিত হবে না । বাবা তো তোমাদের বোঝাবেন যে ....তোমাদের চালচলন ঠিক নেই । বাবা তো তোমাদের ভাগ্য কামাইয়ের রাস্তা বলবেন , কিন্তু সেই কামাই কেউ করবে কি না করবে সে তার ভাগ্য । সাজা খেয়ে শান্তিধামে যেতে হবে, আর পদ ভ্রষ্ট হয়ে গেলে কিছুই তোমরা প্রাপ্ত করতে পারবে না । এখানে তো অনেকেই আসে, কিন্তু এখানে বাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তিই নিতে হয় । বাচ্চারা বলে যে, বাবার থেকে আমরা স্বর্গ বা সূর্যবংশী রাজপদ পাই । এ হলো রাজযোগ । ছাত্ররা এখানে বৃত্তিও নিয়ে থাকে । যারা এই পরীক্ষায় পাশ করে তারাই বৃত্তি পায় । যারা এই বৃত্তি পায় তাদের জন্যই এই মালা তৈরী হয় । যেমনভাবে তোমরা পাশ করবে তেমন বৃত্তিই তোমরা পাবে, তারপর তা বৃদ্ধি হতে হতে হাজার মানুষ হয়ে যাবে । এই বৃত্তি পেলেই রাজপদ মিলবে । যারা খুব ভালোভাবে পড়া করবে তারা কখনোই গুপ্ত থাকবে না । অনেক নতুন বাচ্চাও পুরানোদের থেকে আগে এগিয়ে যাবে । তারা তাদের জীবন হীরের মতো বানাবে । সত্যিকারের কামাই করে যখন তোমরা ২১ জন্মের জন্য বর্সা পাবে, তখন তোমরা কত খুশী হতে পারবে । তোমরা জানো যে এই বর্সা যদি তোমরা এখন নিতে না পারো তাহলে কখনোই তা নিতে পারবে না । পড়ার শখ তো থাকা চাই তাই না ? কারো কারো তো বোঝানোর কোনো শখই থাকে না । নাটকের নিয়ম অনুসারে যদি কারো ভাগ্যে না থাকে তাহলে ভগবানই বা কি করবেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমতের বিরুদ্ধে কোনো কাজই করা উচিত নয় । ভালোভাবে পড়া করে ভাগ্যকে উচ্চতার শিখরে নিয়ে যেতে হবে । কাউকেই দুঃখ দেওয়া চলবে না ।

২) এই পুরানো দুনিয়ার থেকে মমত্ব দূর করতে হবে । তোমাদের বুদ্ধিযোগ নতুন দুনিয়ার প্রতি রাখতে হবে । সর্বদা খুশীতে থাকার জন্য নিজে জ্ঞান ধারণ করে অন্যকেও তা ধারণ করাতে হবে ।

বরদান :- স্থূল কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে মনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনকারী দায়িত্ববান আত্মা হও ।

কোনো স্থূল কাজ করতে করতে এই স্মৃতি যেন সদা থাকে যে আমি এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে বিশ্বকল্যাণের সেবার জন্য নিমিত্ত হয়েছি । আমার নিজের মনের এই শ্রেষ্ঠ ইচ্ছার (মন্সা) দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের কাজের অনেক বড় দায়িত্ব পেয়েছি । এই স্মৃতির দ্বারা সমস্ত গাফিলতি শেষ হয়ে যাবে আর সময়ও ব্যর্থ হবে না । এক একটি সেকেন্ড অমূল্য যদি বুঝতে পারো তাহলে বিশ্ব পরিবর্তনের কাজ বা জড়কে চৈতন্যে পরিবর্তন করার কাজে সফল হতে পারবে ।

স্লোগান :- এখন যোদ্ধা হওয়ার বদলে নিরন্তর যোগী হও ।